দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG 1986

পৃষ্ঠা ... 5 ... 3 ...

শিক্ষাঙ্গন

যে জাতি যত শিক্ষিত

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। কোন জাতি বা সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের মূল কাঠামো হচ্ছে তার শিক্ষা। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। শিক্ষা ব্যতিত কোন জাতিই উন্নতির চরম শিখরে পৌছতে পারে না। এ যাবত বিশ্বে যে সব রাষ্ট্র উন্নতির দ্বার পেরিয়ে গেছে তাদের মূলেই রয়েছে উচ্চ শিক্ষা। এসব কথা নতুন করে আর বলার দরকার হয় না। না থাকুক খনিজ সম্পদ, না থাকুক কৃষিজ সম্পদ শিক্ষা থাকলে নাকি মাটিকেও সোনা বানানো যায়। মানুষ যেমন পায়ের ওপর ভর করে হাঁটতে পারে জাতিও তেমনি শিক্ষার ওপর ভর করে চলতে পারে। কোন এক মনীষী বলেছিলেন "যদি কোন রাষ্ট্রকে পঙ্গু করতে চাও, তবে সে রাষ্ট্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙ্গে দাও"। কথাটা যে কত খাঁটি তা বলার অবকাশ রাখে না। তাইতো বিশ্বের বুদ্ধিসম্পন্ন দেশগুলো আজ ওঠে-পড়ে লেগেছে শিক্ষার অন্বেষায়। অর্থের সিংহ ভাগ ব্যয় করছে তারা শিক্ষার খাতে। ছাত্রদের লেলিয়ে দিচ্ছে শিক্ষার সাগরে। প্রতিটি ছাত্র যাতে উপযুক্ত শিক্ষায় শিষিত হতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অভিভাবকদের ভাবার বিষয় নয়, রাষ্ট্র প্রধানরা যেন নিজ পুত্র ভেবে গোটা রাষ্ট্রের ছাত্রদের শিক্ষার গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন সহাস্যে। আর এ মুহূর্তে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভাবলে দুঃখও হয় হতাশাও জাগে। আমাদের দেশে শিক্ষার মান যে কত নিম্নে তা কার না জানা। সমগ্র জাতি আজ অশিক্ষার অন্ধকারাচ্ছন্নে হাবুডুবু খাচ্ছি। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আজ আমরা বিশ্বের দরবারে, প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছি। উচ্চ শিক্ষার অভাবে আজ আমাদের উন্নয়ন কাজ ব্যহত হচ্ছে। কোন কিছু উদ্ভাবন করা দুঃসাধ্য ঠেকছে।

আমাদের দেশ খনিজ সম্পদ থেকে বঞ্চিত। শুধু কৃষির ওপর নির্ভর করে কোন জাতি চলতে পারে না। আমাদের মত অনুন্নত দেশ বিশ্বের দরবারে স্থান পেতে হলে শিক্ষাকে ভর করে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের ছাত্ররা কতটুকু সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছে শিক্ষার খাতে? দেশের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের আজ দৈনন্দিন চাহিদার তাগিতে সংগ্রামে নামতে হচ্ছে। এতে সহজেই অনুমেয় হয় যে, শিক্ষার পরিবেশ আজ কতটুকু শিক্ষা অনুকূলে। ছাত্ররা আজ হতাশাগ্রস্ত। উচ্চ শিক্ষা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। নাকি বঞ্চিত হতে বাধ্য করা হচ্ছে? আমাদের সবারই একটি বিষয়ে স্মরণ রাখা উচিত তা হল ভিত্তি। ভিত্তি মজবুত না হলে অর্থাৎ গোড়া শক্ত না হলে ওপরে মসলা মেরে লাভ নেই।

তাই আমাদের শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থায় জোর নজর দিতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা খাতে প্রচুর পরিমাণে ব্যয়ভার বহন করতে হবে সরকারী পর্যায়ে। কারণ কোমলমতি ছাত্রদের শিক্ষায় আগ্রহ জন্মানোর জন্যে আগ্রহ দেখাতে হবে এবং তাতে অর্থের ভূমিকা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। শুধু উপযুক্ত পরিবেশ আর প্রচুর অর্থ হলেই শিক্ষা লাভ করা যায় না। এতে শিক্ষকের ভূমিকা অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রেসিডেন্ট ছাড়া দেশ চলতে পারে বর্তমান বিশ্বে এমনো দেশ আছে। কিন্তু শিক্ষক ব্যতিরেকে শিক্ষা চলা কোনদিনও সম্ভব নয়। তাই শিক্ষকদের শিক্ষায় মন-মানসিকতা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সঠিকভাবে প্রদান করা ও তাদের প্রতি সম্মান দেখানো রাষ্ট্র প্রধানের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাহলেই আমরা সকলে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিতে সক্ষম হবো।

—মোঃ শাহজাদ হোসেন
দক্ষিণ পাড়া
ডাকঘরঃ হলদীবাড়ী
উপজেলাঃ পার্বতীপুর
জেলাঃ দিনাজপুর।